দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

উন্নয়নে শিক্ষার অবদান

• বাংলাদেশের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষণীয়

আতিউর রহমান

২৫

১· শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য মোটেই উল্লেখ করবার মতো নয়।

২· শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থবিরতার মতোই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও স্থবিরতা লক্ষ্য করা যায়। খুবই ধীর গতিতে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বাড়ছে।

৩· সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ-হারের মাধ্যমিক শিক্ষা এবং সুনির্বাচিত উচ্চশিক্ষা যে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে থাকে তার প্রমাণ মেলে পূর্ব এশিয়ায়। মানব সম্পদ সঞ্চয়নে শিক্ষা সেখানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আর মানবসম্পদ গঠনে এ প্রক্রিয়া ঐ অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে বলে প্রায় সকল বিশেষজ্ঞই একমত। তবে এর পাশাপাশি রাষ্ট্র বস্তুগত অবকাঠামো উন্নয়ন, উপযুক্ত নীতি সমর্থন (যেমন দেশীয় অর্থনীতিকে বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে তার দক্ষতা বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে শিক্ষার জন্যে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্যে সক্রিয় নীতি হস্তক্ষেপ ইত্যাদি) দিয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নের গতিকে আরো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষার প্রতি প্রাধান্য, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যে অর্থ প্রবাহিত করে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ শুধু যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই অর্জন করতে সাফল্য দেখিয়েছে তাই নয় এর ফলে সামাজিক সাম্য অর্জন ও মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে এসব দেশে আয়ের বৈষম্য কমেছে, শিশুমৃত্যুর হার কমেছে, স্বাস্থ্য সুবিধে বেড়েছে এবং গড়জীবনের আয়ু বেড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে রাষ্ট্র যেমন উদার হস্তে বিনিয়োগ করেছে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমনি ব্যক্তিগত খাত তাদের চাহিদা মতো মানব সম্পদ তৈরির প্রয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

৪। পূর্ব এশীয় অভিজ্ঞতা থেকে বেশ কিছু বিষয় আমাদের জন্যে শিক্ষণীয় হতে পারে ঃ

ক· শিক্ষা মানবসম্পদের গুণগতমানের উন্নয়ন ঘটাতে পারে এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে।

খ· সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সুষম সমাজ তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অপেক্ষাকৃত কম আয়ের মানুষরা প্রাথমিক শিক্ষা পেলে শুধু যে তাদের আয় বাড়ানোর সুযোগ পায় তাই নয়, শিশু মৃত্যুর হার কমানো, স্বাস্থ্যসুবিধে গ্রহণ ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যান্য সুযোগ গ্রহণের সুবিধে পেয়ে থাকে। এর ফলে তাদের জীবনের মান কিছুটা বাড়াতে সক্ষম হয়।

গ· শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী উদার ও গণতান্ত্রিক করতে সাহায্য করে। উন্নয়নের জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়াটা খুবই স্বাভাবিক।

ঘ· উন্নয়নে শিক্ষার এতোসব ইতিবাচক অবদানের কথা জেনেও বাংলাদেশ এই খাতে কাঙ্খিত মানের নীতি সমর্থন ও বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়নি। দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষাখাতে বরাদ্দ কোন অবস্থাতেই জিডিপি'র শতকরা দু'ভাগের ওপরে ওঠেনি। এই বরাদ্দের সিংহভাগই চলে গেছে উচ্চ শিক্ষা খাতে যার সুবিধে পেয়েছে সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্তরা। সম্প্রতি সরকার প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো সত্ত্বেও দেখা যায় বছরের শেষে এই খাতের পুরো বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা হয় না। অথচ উচ্চ শিক্ষা খাতের খরচ কখনও কখনও বরাদ্দের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়ে যায়।

৬· শিক্ষা যে তার অবদান রাখতে পারছে না তার বড়ো প্রমাণ লক্ষাধিক তরুণ-তরুণী এখন বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের খবর বছরের বারো মাসেই পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় শিক্ষায়তনেই সময়মতো শিক্ষাসূচী পড়ানো হচ্ছে না, সময়মতো পরীক্ষা নেয়া যাচ্ছে না। তবে কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে এখনও পরিস্থিতির ততোটা অবনতি হয়নি।

৭· শিক্ষা সঙ্কট মোকাবেলার জন্যে পুরো সমাজকে সচেতন হতে দেখা যাচ্ছে না। ডঃ কুদরত-ই-খুদা কমিশন প্রতিবেদনের মতো নীতি প্রস্তাবনা থাকা সত্ত্বেও এদেশে শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচী খুব বেশিদূর এগোতে পারেনি ভেবে অবাকই হতে হয়। শিক্ষার এ সংকট মোকাবেলার জন্যে শুধু রাষ্ট্রকে দায়িত্ব দিয়ে বসে থাকলে তার পরিণতি শুভ হতে পারে না। পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে অশোক মিত্র কমিশনের (১৯৯১) মন্তব্য এ ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

.... The education process can scarcely be reduced to a phenomenon subject to the surveillance of the forces of law and order. Only social pressure can stop undesirable and unethical practices with injurious consequences for the education system. Neither legislation nor oratory urgings on the part of the government would be of much help. (As quoted in Singh 1993, pp. 1509-10).

তার মানে পুরো সমাজকেই শিক্ষা সংকট দূর করার প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হতে হবে। শিক্ষার কাঙ্খিত সংস্কার করা না গেলে এদেশের রাজনৈতিক, সংস্কৃতির এবং অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর ঘটানো আদৌ সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে একবার নৈতিকতা ফিরিয়ে আনা গেলে সমাজ ও অর্থ-নীতিতেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

'পাঁচ বা দশ বছরের মধ্যে সকলের জন্যে শিক্ষা' এমন একটি শ্লোগান নিয়ে পুরো জাতিকেই এক কঠিন আন্দোলনে নামা উচিত। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যেই এ আন্দোলন অপরিহার্য। অন্ততঃ এই একটি বিষয়ে 'জাতীয় ঐকমত্য' না হবার কোন বাস্তব কারণ নেই।

সাধারণতঃ আমরা যে কোন ব্যর্থতার জন্যে অন্যকে দোষ দিয়ে থাকি। কিন্তু আমরা কখনই আত্মজিজ্ঞাসা করি না যে এ সংকট মোকাবেলার জন্যে আমাদের নিজেদের অবদান কতটুকু। সবাই এক হতে পারলে নিশ্চয় শিক্ষা বিপর্যয় রোধ করার কাজটি অনেক সহজ হবে। কিন্তু সবাইকে একত্রে পেতে হলে প্রথমেই ঠিক করতে হবে আমাদের লক্ষ্যটি কি। কদ্দুর যেতে চাই আমরা। এখানে সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের নীচের কথাগুলো প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

'আমাদের জীবনে সুস্পষ্টতা নাই। আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে পারি, তাহা বেশ মোটা লাইনে বড়ো রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই। আশা করিবার অধিকারই মানুষের শক্তিকে প্রবল করিয়া তোলে প্রকৃতির গৃহিনীপনায় শক্তির অপব্যয় ঘটিতে পারে না। এই জন্যে আশা যেখানে নাই শক্তি সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে, চক্ষুষ্মান প্রাণীরা যখন দীর্ঘকাল গুহাবাসী হইয়া থাকে তখন তাহারা দৃষ্টিশক্তি হারায়। আলোক থাকিবে না অথচ দৃষ্টি থাকিবে এই অসঙ্গতি যেমন প্রকৃতি সহিতে পারে না, তেমনি আশা নাই অথচ শক্তি আছে ইহাও প্রকৃতির পক্ষে অসহ্য - আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মানুষের শক্তিও বড়ো হইয়া বাড়িয়া উঠে। শক্তি তখন স্পষ্ট করিয়া পথ দেখিতে পায় এবং জোর করিয়া পা ফেলিয়া চলে। কোন সমাজ সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস যাহা মানুষকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড়ো আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সমাজের প্রত্যেক লোকেই যে পায় তাহা নহে; কিন্তু নিজের গোচরে এবং অগোচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। একটা জাতির পক্ষে সেইটেই সকলের চেয়ে মস্ত কথা' রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, লক্ষ্য ও শিক্ষা, পৃঃ৬৯৯)।

(সমাপ্ত)